গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ক্রীড়া পরিদপ্তর
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
মওলানা ভাসানী স্টেডিয়াম, ঢাকা
http://www.ds.gov.bd

নং: ৩৪.০২.২৬৬৫.০০০.১৯.১৪১.২৫ (বি: মামলা-০১/২০২৪)- ৯৩৬ তারিখ: ০৪ আগষ্ট ২০২৫

অফিস আদেশ

জনাব মোহাম্মদ মাহমুদ হাছান আরজু, ক্যাশিয়ার, সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজ, ঢাকা (সংযুক্তিতে জেলা ক্রীড়া অফিস, মুন্সিগঞ্জ) গত ০৩/০৯/২০২৪ খ্রি হইতে অদ্যাবধি নিজ কর্মস্থলে অনুপস্থিত রহিয়াছেন যাহা জেলা ক্রীড়া অফিসারের কার্যালয়, মুন্সিগঞ্জ হইতে যথাক্রমে বিগত ৯, ১১ ও ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখের (১) ৩৪.০২.৩০৫৯.০৬.১৩.০০.৯৩-৭৬, (২) ৩৪.০২.৩০৫৯.০৬.২৭.০০.৯৩-৭৯ এবং (৩) ৩৪.০২.৩০৫৯.০৬.১৩.০০. ৯৩-৮০ নং স্মারকমূলে ক্রীড়া পরিদপ্তরকে অবহিত করা হয়। তার এই দীর্ঘ অনুপস্থিতির কারণ অনুসন্ধানে অধ্যক্ষ, সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজ, ঢাকা কর্তৃক ১৫/০৯/২০২৪ তারিখের ৩৪.০২.৩০২৬.০০১.১২৩.০০.২৪-২৬১ নং স্মারকমূলে জানানো হয় যে, তিনি ক্যাশিয়ার পদে কর্মরত থাকাকালীন (০৪/০৯/২০২২ খ্রি. হইতে ০১/০১/২০২৪ খ্রি. এবং ০৫/০৬/২০২৪ খ্রি.হইতে ১১/০৮/২০২৪ খ্রি:) ২০২৩ শিক্ষাবর্ষের বিপিএড ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট হইতে ভর্তি ফি বাবদ ২,১৫,৩৫০/- (দুই লক্ষ পনের হাজার তিনশত পঞ্চাশ) টাকা গ্রহণ করেন যাহার কোন সঠিক হিসাব তিনি কলেজ কর্তৃপক্ষকে প্রদান করেন নাই।

২। যেহেতু, অর্থ আত্মসাতের বিষয়ে ব্যাখ্যা প্রদান এবং বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতির ব্যাখ্যা চাহিয়া ক্রীড়া পরিদপ্তরের ০৩/১০/২০২৪ তারিখের ৩৪.০২.২৬৬৫.০০০.১৯.১৪১.২৪-১১৯৬ নং স্মারকমূলে তাহার স্থায়ী ঠিকানা ও কর্মস্থলে পত্র প্রেরণ করা হয়। লিখিতভাবে কারণ দর্শানোর পরেও তাহার নিকট হইতে পত্রের জবাব পাওয়া যায় নাই। অধিকন্তু তিনি কর্মস্থলে যোগদানও করেন নাই যাহা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩ (গ) ও (ঘ) বিধি মোতাবেক পলায়ন ও দুর্নীতি পরায়ণের সামিল।

৩। উক্ত অভিযোগের ভিত্তিতে ক্রীড়া পরিদপ্তরের ০৫/১২/২০২৪ তারিখের ৩৪.০২.২৬৬৫.০০০.১৯.১৪১.২৪ (বি: মামলা-০১/২০২৪)-১৪৯০ নং স্মারকমূলে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী জনাব মোহাম্মদ মাহমুদ হাছান আরজু এর স্থায়ী ঠিকানা, বর্তমান ঠিকানা ও কর্মস্থলে প্রেরণ করা হইলেও প্রেরিত পত্রের কোনোরূপ জবাব পাওয়া যায় নাই।

৪। অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তাহার বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় গুরুদন্ড আরোপের পর্যাপ্ত ভিত্তি রহিয়াছে। সেহেতু সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধান অনুযায়ী আনীত অভিযোগ তদন্তের জন্য ক্রীড়া পরিদপ্তরের ২৯/০১/২০২৫ তারিখের ৩৪.০২.২৬৬৫.০০০.১৯.১৪১.২৫ (বি:মামলা-০১/২০২৪)-১৩২ নং স্মারকমূলে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা হাজির হইয়া ব্যক্তিগত শুনানির জন্য পত্র প্রেরণ করিলে তিনি অদ্যাবধি এই বিষয়ে কোনো উত্তর/জবাব প্রদান করেন নাই এবং ক্রীড়া পরিদপ্তরে কোনো প্রকার যোগাযোগও করেন নাই। সেই পরিপ্রেক্ষিতে তদন্তকারী কর্মকর্তা নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্তে প্রতিবেদন দাখিল করেন। তদন্ত কর্মকর্তা প্রতিবেদনে তাহার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩ (গ) ও (ঘ) ধারায় আনীত 'পলায়ন' ও 'দুর্নীতি পরায়ণ' এর অভিযোগ প্রমাণিত মর্মে উল্লেখ করিয়াছেন।

৫। নথিপত্র পর্যালোচনা এবং তদন্ত প্রতিবেদনে প্রদত্ত মতামতের আলোকে আপনার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩ (গ) ও (ঘ) অনুযায়ী 'পলায়ন' ও 'দুর্নীতি পরায়ণ' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। তাই আপনাকে উক্ত অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করিয়া আপনার বিরুদ্ধে গুরুদন্ড আরোপের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

চলমান পাতা/২

৬। এমতাবস্থায়, জনাব মোহাম্মদ মাহমুদ হাছান আরজু, ক্যাশিয়ার, সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজ, ঢাকা (সংযুক্তিতে জেলা ক্রীড়া অফিস, মুন্সিগঞ্জ) এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ (গ) ও (ঘ) অনুযায়ী 'পলায়ন' (Desertion) ও 'দুর্নীতি পরায়ণ' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার ৪(৩) (ঘ) বিধিমতে গুরুদন্ড হিসেবে "চাকরি হতে বরখাস্ত" (Dismissal from Service) দন্ড প্রদান করা হইলো। ইহা ছাড়া আত্মসাৎকৃত অর্থ অর্থ্যাৎ ২,১৫,৩৫০/- (দুই লক্ষ পনের হাজার তিনশত পঞ্চাশ) টাকা বেতন-ভাতা/জিপিএফ ফান্ডে জমাকৃত অর্থ হইতে কর্তন করা হইবে। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ ০৩-০৯-২০২৪ তারিখ হইতে কার্যকর হইবে।

08.05.2025

মোঃ মোস্তফা জামান
পরিচালক (যুগ্মসচিব)
ফোন: ০২-৪১০৫৩৮১৫
ই-মেইল: director@ds.gov.bd

জনাব মোহাম্মদ মাহমুদ হাছান আরজু
ক্যাশিয়ার, সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজ, ঢাকা
(সংযুক্তিতে জেলা ক্রীড়া অফিস, মুন্সিগঞ্জ)

<u>স্থায়ী ঠিকানা:</u>

জনাব মোহাম্মদ মাহমুদ হাছান আরজু,
পিতা: মোহাম্মদ আবদুর রশীদ, মাতা: উম্মে হানী বেগম,
গ্রাম- মধ্যকোর্টগাঁও, ডাক-মুন্সিগঞ্জ, থানা-মুন্সিগঞ্জ সদর,
জেলা -মুন্সিগঞ্জ।

অবগতি/প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি: (জেষ্ঠ্যতার ভিত্তিতে নয়)

১। অধ্যক্ষ, সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজ, ঢাকা;
২। সচিবের একান্ত সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
৩। চীফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, ঢাকা;
৪। জেলা ক্রীড়া অফিসার, মুন্সিগঞ্জ;
৫। অফিস কপি।